আলুর মড়ক / নাবী ধ্বসা রোগ দমনে কৃষক ভাইদের করণীয়

আলু কালাই উপজেলার একটি অন্যতম প্রধান ফসল। মেঘলা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ও দিবা-রাত্রির তাপমাত্রা উঠানামা বেশি করলে আলু ফসলে নাবী ধ্বসা বা আলুর মড়ক রোগ হতে পারে। এ রোগ খুবই মারাত্নক ও ক্ষতিকর। অল্প সময়ের মধ্যেই এ রোগ মহামারি আকারে দেখা দিতে পারে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ রোগের আক্রমনে আলুর ফলন সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতি হতে পারে।

রোগ হওয়ার পূর্বে করণীয়

- আগাম আলু চাষ অর্থাৎ 15 নভেম্বরের মধ্যে আলু রোপন অথবা আগাম জাত চাষের মাধ্যমে এ রোগের মাত্রা অনেকটা কমানো সম্ভব। এছাড়া রোগ মুক্ত বীজ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।
- আলুর মৌসুমে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে।
- আলুর সারি হতে সারির দূরত্ব 60 সে.মি এবং প্রতি সারিতে আলু হতে আলুর দূরত্ব আস্ত বীজ আলুর ক্ষেত্রে 25 সে.মি এবং কাটা আলুর ক্ষেত্রে 15 সে.মি অনুসরণ করতে হবে। আলুর সারিতে ভালোভাবে মাটি উঁচু করে দিতে হবে। সেচের পর আলু গাছের গোড়ার মাটি সরে গেলে তা মাটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।

মড়ক / নাবী ধ্বসা রোগের লক্ষণ:

- এর রোগের আক্রমনে প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের পাতায় ছোপ ছোপ হালকা সবুজ গোলাকার বা বিভিন্ন আকারের দাগ দেখা যায়, যা দ্রুত কালো রং ধারণ করে এবং পাতা পচেঁ যায়।
- সকাল বেলা মাঠে গেলে পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত জীবাণু দেখা যায়।
- ঠান্ডা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আক্রান্ত গাছ দ্রুত পচেঁ যায়।
- এই অবস্থায় 2-3 দিনের মধ্যেই ক্ষেতের সমস্ত গাছ মরে যেতে পারে।
- এর রোগে আক্রান্ত আলুর গায়ে বাদামী থেকে কালচে দাগ পড়ে এবং খাবার অনুপযোগী হয়ে যায়।

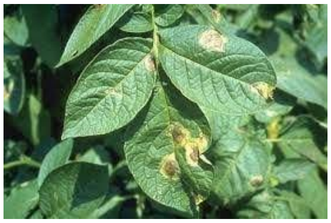

রোগ বিস্তারের অনুকুল আবহাওয়া:

- কুয়াশাচ্ছন্ন আদ্র আবহাওয়া (আর্দ্রতা 90% এর বেশি)।
- দিন ও রাতের তাপমাত্রা উঠানামা বেশি করলে (দিনে 16^0-23^0 সেলসিয়াস এবং রাতে 10^0-16^0সেলসিয়াস)
- কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলে এর রোগ 2-3 দিনের মধ্যে মহামারি আকার ধারণ করে।

রোগ হওয়ার পর করণীয়:

- আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রন না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না।
- নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা মাত্রই 7 দিন অন্তর নিম্নের যে কোন একটি গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক পর্যায়ক্রমে নিম্ন বর্ণিত হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। যেমন-
  - ✓ রিভাস 25এসসি(মেন্ডিপ্রোপামেড) ২মিলি/লিটার
  - ✓ সনোক্সানিল (ম্যানকোজেব+সাইমোক্সিনিল) ২মিলি/লিটার
  - ✓ জ্যামপ্রো ডি এম (এমেটোকট্রাডিন 30%+ ডাইমেথোমর্ফ 22.5%)- 2 গ্রাম অথবা
  - ✓ রিডোমিল গোল্ড এম জেড 72 (ম্যানকোজেব 64%+ মেটালেক্সিল 8%) 2 গ্রাম /লিটার
  - ✓ ফুলিমেইন 60 ডব্লিউপি (ফ্লুমর্ফ 10% + ম্যানকোজেব 50%)- 2 গ্রাম
  - ✓ এমিস্টার টপ (এজোক্সিস্ট্রোবিন+ ডাইফেনোকোনাজল) 1মিলি / লিটার

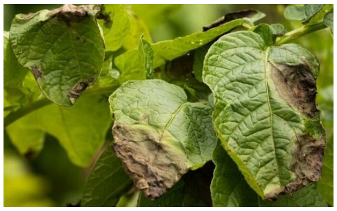

(পাতার উপরের ও নিচের পৃষ্ঠে ভালোভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।)

- যদি কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া দীর্ঘ সময় বিরাজ করে ও রোগের মাত্রা ব্যাপক হয় সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছত্রাকনাশকের যে কোন একটি মিশ্রণ পর্যায়ক্রমে নিম্নবর্ণিত হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে 5 দিন অন্তর স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
  - ✓ এক্রোবেট এম জেড 4 গ্রাম+ সিকিউর 600 ডব্লিউজি 1 গ্রাম অথবা
  - ✓ ফুলিমেইন 60 ডব্লিউপি 4 গ্রাম+ অটোস্টিন 50 ডব্লিউডিজি (কার্বেনডাজিম 50%) 1 গ্রাম অথবা
  - ✓ হাসিন 69 ডব্লিউপি (ম্যানকোজেব 60%+ ডাইমেথোমর্ফ 9%) 2 গ্রাম/লিটার।
  - ✓ ইনফিনিটি প্রো 62.7 ডব্লিউপি (প্রপিনেব 6%+ ফ্লুওপিকোলাইড 66.7%) 2 গ্রাম/লিটার
  - ✓ বাউন্টি 36 ডব্লিউপি (সাইমোক্সানিল 6%+ ক্লোরথলোনিল) 2 গ্রাম/লিটার।
  - ✓ এক্সট্রামিল (ম্যানকোজেব+সাইমোক্সিনিল) ২মিলি/লিটার।
  - ✓ এ্যারোপাওয়ার (এজোক্সিস্ট্রোবিন+সাইমোক্সিনিল) ২মিলি/লিটার।
  - ✓ শারিমক্স (ম্যানকোজেব+সাইমোক্সিনিল) ২মিলি/লিটার।

বি:দ্র: স্প্রে করার সময় মাস্ক ও হ্যান্ডগ্লাভস ব্যবহার করতে হবে এবং একই গ্রুপের একাধিক ঔষধ মিশ্রিত করে স্প্রে করলে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। উপরিউক্ত ঔষধ সমূহ স্প্রে করার পর উক্ত জমিতে 07-14 দিন গবাদি পশু ও পাখি ঢুকতে দিবেন না এবং উক্ত সময়ের মধ্যে ফসল বিক্রয় অথবা খাওয়ার জন্য তুলবেন না।

প্রচারে: উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিস, কালাই, জয়পুরহাট।

মুদ্রণ সংখ্যাঃ 10,000 কপি